ওভারলোডেড ট্রাক আটক

ধূপগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পুলিশের শীর্ষস্তর থেকে রাজ্যজুড়ে ওভারলোডেড ট্রাকের বিরুদ্ধে অভিযানে নামার নির্দেশিকা জারি হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় বুধবার রাত থেকে এই অভিযান শুরু হয়েছে। প্রথম দিনের অভিযানে জেলাজুড়ে আটটি থানার তরফে ৪৬টি ট্রাক আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে ধূপগুড়ি থানা ১৩টি, মালবাজার থানা ১০টি, বানারহাট থানা ৭টি, ময়নাগুড়ি থানা ৬টি, কোতোয়ালি থানা ৪টি, নাগরাকাটা থানা ৩টি, রাজগঞ্জ ২টি এবং মেটেলি থানা ১টি ওভারলোডেড ট্রাক আটক করেছে। পুলিশের তরফে ট্রাকগুলিকে আটক করে ১৮৪ ধারায় বিপজ্জনক ড্রাইভিংয়ের মামলা করার পাশাপাশি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তরের হাতে সেগুলিকে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ট্রাকগুলির মধ্যে বেশিরভাগই ভুটান নম্বরের বোল্ডার বোঝাই ট্রাক। উল্লেখ্য, সরকারি নিয়ম অনুসারে ছয় চাকার লোডেড ট্রাকের ক্ষেত্রে ১৬ টন ২০০ গ্রাম এবং দশ চাকার লোডেড ট্রাকের ক্ষেত্রে ২৫ টন ২০০ গ্রামের বেশি ওজন হলে সেগুলিকে ওভারলোডেড ট্রাক হিসাবে ধরে নিয়ে আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে। ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) দিবাকর দাস বলেন, ‘পুলিশ সুপার নিজে জেলাজুড়ে পুরো বিষয়টি তদারক করছেন।’

শিক্ষক সম্মেলন

নকশালবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নকশালবাড়ি চক্রের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। এদিন নন্দপ্রসাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত শিক্ষক সম্মেলনে সংগঠনের শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের উচ্চমাধ্যমিকের স্কেল প্রদান, বকেয়া মহার্ঘভাতা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্মেলনে সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক রঞ্জন শীলশর্মা, সভাপতি সুরজিৎ বড়ুয়া, মিন্টু বসাক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এদিনের সম্মেলনে ২৬ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি-নকশালবাড়ি চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরের সামনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সম্মেলনে নকশালবাড়ি চক্রের ২২ জনের কমিটি গঠন করে সম্পাদক, সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে মিন্টু বসাক, তপনকুমার ঘোষ ও মনোজ গুপ্তা।

ফের শুরু জয় রাইড

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বেতন সমস্যা মিটে যাওয়ায় বৃহস্পতিবার থেকে দার্জিলিংয়ে ফের শুরু হল টয়ট্রেন পরিসেবা। এদিন সকাল থেকে দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং জয় রাইড পরিসেবা শুরু করেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। প্রসঙ্গত, বেতন না পাওয়ায় গত মঙ্গলবার ও বুধবার দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং স্টিম জয় রাইড বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখান কর্মীরা। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসে ডিএইচআর। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে দ্রুত বিল দিতে বলা হয়। ঠিকাদার বৃহস্পতিবার সকালে বিল জমা দেওয়ার পরেই বৃহস্পতিবার কর্মীদের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়। বেতন পেয়ে ফের কাজে যোগ দেন কর্মীরা।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক

করণদিঘি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ বিহিনগরের কাছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত সঞ্জয় সিংহ (২৫) বিহিনগরের বাসিন্দা ছিলেন। এদিন রাতে দ্রুতগামী একটি লরি সাইকেল আরোহী সঞ্জয়কে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা কিছুক্ষণ জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশ এলে অবরোধ উঠে যায়। করণদিঘি থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় জখম ৩

চোপড়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ চোপড়া থানার তিনমাইল এলাকায় জাতীয় সড়কে দুটি ছোটো গাড়ির সংঘর্ষে মোট ৩ জন জখম হয়েছেন। তাঁদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এদিন একটি চার চাকার ছোটো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরপর তিনটি গাড়িকে ধাক্কা মারে।

কনভেনশন

ডালখোলা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ডালখোলার গণনায়ক ভবনে বিজেপির যুব মোর্চার কনভেনশন হল। সেখানে দলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি শংকর চক্রবর্তী পুর নির্বাচনের আগে দলের যুব সংগঠনকে মজবুত করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এদিন দুপুরে জেলা সভাপতিকে নিয়ে বিজেপির একটি মিছিল শহর পরিক্রমা করে। কনভেনশনে জেলা যুব মোর্চার সভাপতি ভক্তকুমার রায় উপস্থিত ছিলেন।

তৃণমূলের সভা

নকশালবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বুধবার রাতে ব্যাঙাইজোত ও ঢাকনা কলোনির বুথ এলাকার দলীয় কর্মীদের নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীসভা হল। এদিনের সভায় দলীয় কর্মীদের সাংগঠনিক বিষয় ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলার সহসভাপতি অমর সিনহা। দলের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি ভানু বর্মন এবং অন্য নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তব্য রাখেন।

২৪ বছর পর খড়িবাড়িতে চালু ব্লক কৃষি দপ্তর

খড়িবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ফাঁসিদেওয়া ব্লক বিভাজনের ২৪ বছর পর বৃহস্পতিবার খড়িবাড়ি ব্লক কৃষি দপ্তর স্বতন্ত্রভাবে খড়িবাড়িতে চালু হল। তাও আবার ভাড়াবাড়িতে। যদিও খড়িবাড়ি বিডিও অফিস চত্বরে একাধিক পাকাপোক্ত ঘর ও গোডাউন খালি পড়ে রয়েছে। কেন ২৪ বছর লাগল ব্লক কৃষি দপ্তর চালু হতে এবং কেনই বা সরকারি ঘর ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও ভাড়াবাড়িতে অফিস চালু করা হল—তার সদুত্তর মেলেনি।

১৯৯৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর ফাঁসিদেওয়া ব্লক বিভাজিত হয়ে তৈরি হয় খড়িবাড়ি ব্লক। ব্লক অফিসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত দপ্তর ব্লক দপ্তর চত্বরে চালু হলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে শুধুমাত্র কৃষি দপ্তরটি ফাঁসিদেওয়ায় থেকে যায়। ২৪ বছর ধরে ফাঁসিদেওয়া ব্লক কৃষি দপ্তর খড়িবাড়ি ব্লকের কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিল। বামফ্রন্টের ১৬ বছর এবং তৃণমূলের ৮ বছর ধরে খড়িবাড়িতে পৃথক ব্লক কৃষি দপ্তর চালু করার জন্য বিরোধীরা আন্দোলন করেছে।

সহকৃষি অধিকর্তা লোকনাথ শর্মা বলেন, ‘কেন এত দেরি হল, তার সঠিক কারণ জানা নেই। তবে পশ্চিমবঙ্গে ৬টি ব্লকে পৃথক ব্লক কৃষি দপ্তর ছিল না। ২০১৫ সালের একটি সরকারি নির্দেশে ৬টি ব্লকে পৃথক কৃষি দপ্তর চালুর নির্দেশ জারি করে সরকার। বৃহস্পতিবার খড়িবাড়ি পিডব্লিউডি মোড়ে একটি ভাড়াবাড়িতে অফিসটি চালু করা হল।’

খড়িবাড়ি বিডিও যোগেশচন্দ্র মণ্ডল ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সরকার জানান, ব্লক অফিস চত্বরে ছাদ দেওয়া পাকাঘর ও গোডাউন ফাঁকা পড়ে রয়েছে। আরও কিছু ফাঁকা ঘরে খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি বেসরকারি দুটি প্রতিষ্ঠানকে ভাড়াও দিয়েছে। সভাপতি বাদল সরকার ও কৃষি কর্মাধ্যক্ষ করুণাময় চৌধুরি বলেন, ‘কৃষি দপ্তরকে বহুবার ব্লক অফিস চত্বরে ঘর ও গোডাউন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কেন তারা ভাড়াবাড়িতে অফিস চালু করলেন, তা জানা নেই।’ খড়িবাড়ি বিডিও যোগেশচন্দ্র মণ্ডল বলেন, ‘কৃষি দপ্তরের পৃথক ডিরেক্টরেট। কেন ওরা ভাড়ার ঘরে গেল তা ওরাই বলতে পারে। তবে ব্লক অফিসের ফাঁকা ঘর ওরা ব্যবহার করতেই পারতেন। এতে পঞ্চায়েত সমিতির আপত্তি ছিল না।’ টিনের চালের পাকা ভাড়াবাড়িতে কেন করা হল ব্লক কৃষি দপ্তরের অফিস? তাও আবার ব্লক অফিস থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে? উত্তরে সহকৃষি অধিকর্তা লোকনাথ শর্মা জানান, কৃষি দপ্তরের গোডাউনে প্রচুর কীটনাশক, সার ইত্যাদি থাকে। আর এসবের বিশেষ উগ্র গন্ধের জন্য ব্লক অফিসের বাকি দপ্তরের কর্মীরা কাজ করতে পারবেন না, তাই ভাড়ার বাড়ি নেওয়া হয়েছে বলে যুক্তি দেন। পিডব্লিউডি মোড়ের যেখানে গোডাউন ভাড়া নেওয়া হয়েছে, সেটি জ্যোতিনগর এলাকায়। তবে তো প্রতিবেশীদেরও তীব্র গন্ধের সম্মুখীন হতে হবে। সহকৃষি অধিকর্তা লোকনাথ শর্মা বলেন, ‘ওখানে এত গন্ধ হবে না।’ খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা তথা তৃণমূল নেতা কিশোরীমোহন সিংহ বলেন, ‘সরকারি ঘরে দপ্তর চালু হলে সরকারের খরচ কমত। যাক, ২৪ বছর পর খড়িবাড়ি ব্লক কৃষি দপ্তর চালু হল—এটাই বড়ো কথা।’

বৃহস্পতিবার বিকেলে ব্লক কৃষি দপ্তরের উদ্বোধন করেন খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সরকার। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষক ডঃ সঞ্জয় সাহা, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খড়িবাড়ি খামারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডঃ ওয়াসিম রেজা, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ করুণাময় চৌধুরি।

> ফাঁসিদেওয়া ব্লক বিভাজনের ২৪ বছর পর বৃহস্পতিবার খড়িবাড়ি ব্লক কৃষি দপ্তর স্বতন্ত্রভাবে খড়িবাড়িতে চালু হল। তাও আবার ভাড়াবাড়িতে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানমেলায় ধারে বই কেনা নিয়ে বিতর্ক জলপাইগুড়ি জেলায়

জলপাইগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি জেলায় সমগ্র শিক্ষা অভিযানের কর্মসূচির অঙ্গস্বরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানমেলায় ধারে বই কেনা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। শিক্ষকদের একাংশেরই অভিযোগ, জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে কম অনুদান এসেছে। ধারে বই কেনার বিষয়ে কোনো সরকারি নির্দেশনামা জারি হয়নি। এই অবস্থায় মেলায় আসা প্রকাশনা সংস্থাগুলির কাছ থেকে কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা ধারে বই কিনেছেন।

জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় ১৮০০ প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক এবং উচ্চবিদ্যালয়ের বই কেনার জন্য ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার কথা বলা হলেও জেলা সর্বশিক্ষা মিশন দপ্তরে এই খাতে ৭৬ লক্ষ টাকা এসেছে। অবশিষ্ট অর্থ কবে আসবে সে সম্পর্কে কোনো বার্তা নেই। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝা অভিযোগ করেন, ‘সরকারি আদেশনামার বাইরে গিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানমেলায় ধারে বই কেনা হয়েছে। ধারে বই কেনার বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো সরকারি আদেশনামা নেই।’ সর্বশিক্ষা মিশনের জলপাইগুড়ি জেলা প্রোজেক্ট অফিসার শুকদেব নন্দীকে ধারে বই কেনার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে কম অর্থ আসায় প্রধান শিক্ষকরা চিন্তিত। বই কেনার অর্থ দ্রুত পাওয়া যাবে কিনা, এনিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। সমগ্র শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে জলপাইগুড়ি জেলায় জ্ঞান-বিজ্ঞানমেলা গত ৪ এবং ৫ মে শহরের সোনাউল্লা উচ্চবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক এবং উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বই কেনার জন্য সরকারিভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য তিন হাজার টাকা, উচ্চপ্রাথমিকের জন্য ১০ হাজার টাকা এবং উচ্চবিদ্যালয় পিছু ১৫ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছে। জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বই কেনার খাতে ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। অভিযোগ, বইমেলার নির্ধারিত সময় বরাদ্দকৃত অর্থ আসেনি। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মৌখিভাবে বলা হয় ধারে বই কেনা যাবে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক প্রকাশক সংস্থার কাছ থেকে ধারে বই কিনে নেন। সূত্রের খবর, জ্ঞান-বিজ্ঞানমেলা থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকরা প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার বই ধারে কিনেছেন। অথচ জলপাইগুড়ি জেলা এখন পর্যন্ত এই খাতে পেয়েছে ৭৬ লক্ষ টাকা।

তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি নির্মল সরকার বলেন, ‘জলপাইগুড়ি জেলায় ১৭২৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বই কেনার জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের চাইতে কম অর্থ আসায় আরও অর্থ চাওয়া হবে। বই কেনার খাতে নির্দিষ্ট বিদ্যালয়গুলিকে চেক দেওয়া হবে। ধারে যে সমস্ত বিদ্যালয় বই কিনেছে তারা প্রকাশনা সংস্থাকে প্রয়োজনীয় অর্থ চেকের মাধ্যমে দিয়ে দেবে।’

> জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় ১৮০০ প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক এবং উচ্চবিদ্যালয়ের বই কেনার জন্য ১ কোটি ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার কথা বলা হলেও জেলা সর্বশিক্ষা মিশন দপ্তরে এই খাতে ৭৬ লক্ষ টাকা এসেছে। অবশিষ্ট অর্থ কবে আসবে সে সম্পর্কে কোনো বার্তা নেই।

কাজিয়ায় তিতিবিরক্ত পুরকর্মীরা

মেয়রকে আইনি নোটিশ রঞ্জনের

শিলিগুড়ি ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ এবার উকিল নোটিশ নিয়ে সরগরম শিলিগুড়ি পুরনিগম। বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র অশোক ভট্টাচার্যকে আইনজীবী মারফত নোটিশ পাঠিয়েছেন বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকার। ১০ দিনের মধ্যে সেই নোটিশের উত্তর দেওয়া না হলে মানহানির মামলার পথে যাবেন বিরোধী দলনেতা। অশোকবাবুর পালটা প্রতিক্রিয়া, ‘কিছুদিনের মধ্যেই আমার আইনজীবীর চিঠি পৌঁছে যাবে বিরোধী দলনেতার কাছে।’ মেয়র এবং বিরোধী দলনেতার কাজিয়া চরম আকার নেওয়ায় তিতিবিরক্ত পুরকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা রঞ্জন সরকার আইনজীবী অত্রিদেও শর্মা মারফত বুধবার আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন মেয়রকে।

পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের বিরুদ্ধে কয়েকদিন আগেই অভিযোগ তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা। গত ২৭ অগাস্ট পুরনিগমের সভাকক্ষে এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকে রঞ্জনবাবুকে কটাক্ষ করে মেয়র বলেন, ‘হাতে কয়েকজন জমি মাফিয়া বা হাতে কিছু টাকা থাকলেই যা খুশি তাই করা যায় না। পরিষদীয় দলনেতাকে বুঝতে হবে কোনো বিষয়ে কোনো কিছু বলতে গেলে তথ্য সংগ্রহ করে তবে বলা উচিত।’ এতেই অপমানিত বোধ করেছেন রঞ্জনবাবু। আইনজীবীর মাধ্যমে বুধবার তিনি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন মেয়রকে। সেখানে বলা হয়েছে, ওই মন্তব্যের জন্য ১০ দিনের মধ্যে যদি প্রকাশ্যে মেয়র ক্ষমা না চান তবে মামলার পথে যাওয়া হবে। এদিন রঞ্জনবাবু বলেন, ‘মেয়র গতমাসের ২৭ অগাস্ট সাংবাদিক বৈঠক করে যা বলেছেন তা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। সেখানে মেয়র ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং আমার দলের বিরুদ্ধে বেশকিছু মন্তব্য করেছেন যা আমি মুখে আনতে চাই না। আমি এতে অপমানিত বোধ করেছি। সেই কারণে আমার আইনজীবী মেয়রকে একটি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন। যদি ১০ দিনের মধ্যে উনি প্রকাশ্যে তাঁর এই মিথ্যা বক্তব্যের জন্য ক্ষমা না চান, তবে মানহানি মামলা করা হবে।’ যদিও অশোক ভট্টাচার্য এই উকিল নোটিশকে গুরুত্ব দিতে রাজি নন। তাঁর বক্তব্য, ‘আমি আগে নোটিশ পাই তখন তার উত্তর আমার আইনজীবী দিয়ে দেবেন। তাছাড়া বিরোধী দলনেতাকেও উকিল নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যেই উনি নোটিশ পেয়ে যাবেন।’

মেয়র-বিরোধী দলনেতার এই কাজিয়ায় বিরক্ত পুরনিগমের অধিকাংশ কর্মী। অনেকেরই বক্তব্য, পুরনিগমের বেশ কিছু পরিসেবা শিকেয় উঠেছে। অথচ মেয়র এবং বিরোধী দলনেতা সেদিকে নজর না দিয়ে নিজেদের মধ্যে কাজিয়ায় ব্যস্ত। বাস্তবে ক্ষতি হচ্ছে সাধারণ মানুষের। তাঁরা যে সময় কাজিয়ায় ব্যস্ত থাকেন, সেই সময়টা যদি পরিসেবা দেওয়ার জন্য খরচ করতেন তবে সাধারণ মানুষ উপকৃত হতেন।

জলপাইগুড়ির বোয়ালমারি গ্রামে তিস্তার জল ঢুকে গিয়েছে। তাই বাসিন্দাদের ভেলায় করে এভাবে পানীয় জল সংগ্রহ করতে যেতে হচ্ছে। ছবি ঃ সমীর

বিধায়কের কাজের খতিয়ান পরিদর্শন

ধূপগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার এক ঝটিকা সফরে ধূপগুড়িতে বিধায়কের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় নির্মিত বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বিধানসভার স্টাডি কমিটির ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল ঘুরে দেখে গেল। এই স্টাডি কমিটির চেয়ারম্যান তথা মালদার হবিবপুরের বিধায়ক খগেন মুর্মু ছাড়াও তিন বিধায়ক দুলাল নস্কর, ভুপেন্দ্রনাথ হালদার ও নির্মলচন্দ্র মণ্ডল দলে ছিলেন। বিধানসভার পরিকল্পনা বিভাগের দুজন ডেপুটি ডিরেক্টর ও চার আধিকারিকও ছিলেন। বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলায় বিধায়কদের কাজ ঘুরে দেখার পর এদিন তাঁরা ধূপগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি জেলা পরিদর্শন শুরু করেন। ধূপগুড়ির বিধায়ক মিতালি রায়কে সঙ্গে নিয়ে এদিন তাঁরা গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত হরিণখাওয়ায় বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকায় নির্মিত দইখাওয়া নদীর সেতু, কালীরহাট বাজারের হাইমাস্ট লাইট পরিদর্শন করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের দুটি হাইমাস্টের কাজও ঘুরে দেখেন। এরপর ফালাকাটা ব্লক লাগোয়া জুড়াপানি হাইস্কুলে বিধায়ক তহবিলের টাকায় চলা নির্মাণকাজ দেখতে যান। জেলার অন্যান্য বিধানসভা এলাকা ঘুরে দেখার পরিকল্পনা থাকলেও বৃষ্টির কারণে এদিন কমিটি আর কোনো বিধানসভা এলাকা ঘুরে দেখতে পারেনি। এদিন গরুমারা লাগোয়া টিলাবাড়িতে রাত কাটানোর পর শুক্রবার সংলগ্ন বিধানসভা এলাকাগুলির কিছু কাজ ঘুরে দেখে জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের অফিসে কমিটির সদস্যরা বৈঠকে বসবেন। সভায় জেলার সমস্ত বিধায়ক ছাড়াও জেলা পর্যায়ের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন।

কমিটির চেয়ারম্যান খগেন মুর্মু বলেন, ‘এরাজ্যের বিধায়করা নিজেদের এলাকা উন্নয়নে বছরে যে ৬০ লক্ষ টাকা পান তা উন্নয়নের চাহিদার তুলনায় অনেকটাই কম। তারপরও বিধায়করা মানুষের দাবি ও প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে কাজ করে যান। কাজের মান যাচাইয়ে আমরা সারপ্রাইজ ভিজিটের মাধ্যমে প্রতিটি এলাকায় বিধায়কের করা কাজ দেখার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সঙ্গেও কথা বলার চেষ্টা করছি। এরপর পুরোটা আমরা রিপোর্ট আকারে বিধানসভায় জমা দেব যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কাজে লাগবে।’

হাই সিকিউরিটি নম্বরপ্লেট না থাকলে জরিমানা হচ্ছে

ধূপগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ রেজিস্ট্রেশনের পর পরিবহণ দপ্তর থেকে গাড়িতে লাগানো হাই সিকিউরিটি নম্বরপ্লেট না থাকলে এবার থেকে একশো টাকা আর্থিক জরিমানা দিতে হবে মালিককে। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে জেলাজুড়ে এনিয়ে অভিযানে নেমেছে ট্রাফিক পুলিশ। ২০১২ সাল থেকে এই হাই সিকিউরিটি নম্বরপ্লেট ইশ্যু করা হয়েছে। ফলে যে সমস্ত গাড়ি তার আগে কেনা হয়েছে, সেগুলির চালকরা সমস্যায় পড়েছেন। কারণ, ২০১২ সালের আগে কেনা গাড়িতে ওই নম্বরপ্লেট বসানোর কোনো উপায় পরিবহণ দপ্তরের কাছেও নেই। ফলে ওই সমস্ত গাড়ির মালিকদের অসহায়ভাবে জরিমানা গুনতে হচ্ছে।

মোটর ভেহিক্যালস আইনের ১৭৭ ধারায় এই নম্বরপ্লেটবিহীন গাড়িগুলিকে প্রাথমিকভাবে একশো টাকা জরিমানা করছে ট্রাফিক পুলিশ। একবার জরিমানার পর দ্বিতীয়বার একইভাবে আটক হলে জরিমানার পরিমাণ তিনশো টাকা পর্যন্ত হতে পারে। জলপাইগুড়ি জেলায় ২০১২ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে এই নম্বরপ্লেট ইশ্যু করা শুরু হয়েছে। নতুন গাড়ি কেনা, দ্বিতীয়বার গাড়ি বিক্রি, ফিনান্স শেষ হলে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট থেকে হাইপোথিকেশন তোলার সময় ও কেনার পনেরো বছর পরে দ্বিতীয়বার লাইফটাইম ট্যাক্স জমা করতে গেলে নতুন এই নম্বরপ্লেট লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু ২০১২ সালের আগে কেনা গাড়িগুলোর ক্ষেত্রে হাই সিকিউরিটি নম্বরপ্লেট লাগানোর কোনো পদ্ধতি পরিবহণ দপ্তরের কাছে নেই। ফলে সেই সব গাড়িমালিকদের অসহায়ভাবে জরিমানার টাকা দিতে হচ্ছে। এই সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে তা যে আগামী দিনে বড়ো আকার নেবে তা পরিষ্কার। কারণ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রক আগামী ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে দেশের সমস্ত যানবাহনে এই হাই সিকিউরিটি নম্বরপ্লেট লাগানো বাধ্যতামূলক করেছে। ফলে আগামী দিনে এই নিয়ে ধরপাকড় আরও বাড়বে বলেই চালকরা মনে করছেন।

জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) দিবাকর দাস বলেন, ‘হাই সিকিউরিটি নম্বরপ্লেটবিহীন গাড়িগুলির বিরুদ্ধে দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশেই আমরা জরিমানা আদায় করতে নেমেছি। যাঁদের গাড়িতে হাই সিকিউরিটি নম্বরপ্লেট নেই, তাঁরা অবিলম্বে তা করিয়ে নিতে উদ্যোগ নেবেন এই আবেদন রাখছি। জেলাজুড়েই ট্রাফিক নাকা চেকিংয়ের সময় এই গাড়িগুলিকে জরিমানা করা হবে।’ জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক পালদেন ডি ভুটিয়া বলেন, ‘নতুন গাড়ি ছাড়া নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রেই গাড়িতে পুরোনো নম্বরপ্লেটের বদলে হাই সিকিউরিটি নম্বরপ্লেট লাগানোর কাজ আমরা করে থাকি। ওই সমস্ত ক্ষেত্রের বাইরে গাড়িতে হাই সিকিউরিটি নম্বরপ্লেট লাগানোর ব্যাপারে এখনও আমাদের কাছে কোনো বিভাগীয় নির্দেশিকা নেই। তবে সুপ্রিমকোর্ট ও কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রকের নির্দেশিকা জারি হলে নিশ্চয়ই অনলাইনে সেই পদ্ধতি এ রাজ্যেও শুরু হবে। সমস্যার কথা রাজ্য পরিবহণ দপ্তরকে জানাব।’

নকশালবাড়ির বনবস্তিতে গ্যাস বিলি

নকশালবাড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বরঃ বৃহস্পতিবার বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশনের পক্ষ থেকে বনবস্তির মানুষকে গ্যাস বিলি করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন নকশালবাড়ি টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের দক্ষিণ রথখোলা শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ওই অনুষ্ঠানে বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশনের ডিএফও সন্দীপ পেরুয়াল, এডিএফও জি ইয়লসো, টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের রেঞ্জ অফিসার সুরেশ নার্জিনারি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিন এলাকার বনবস্তির ৩৮ জনকে সিলিন্ডার, ওভেন, লাইটার, পাইপ সহ সেট তুলে দেওয়া হয়।

এদিন ডিএফও বলেন, ‘আমরা ডিভিশনের ২৩টি বনবস্তির বাসিন্দাদের ৭২০টি গ্যাস সেট দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছি। আজ আমাদের সেই লক্ষ্য পূরণ হল। গ্যাসের মাধ্যমে রান্না করলে জঙ্গলের কাঠের দিকে নজর পড়বে না। জঙ্গল বাঁচবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের এই কর্মসূচি।’ নতুন গ্যাস সিলিন্ডার সহ বিভিন্ন উপকরণ পেয়ে বনবস্তির বাসিন্দারাও খুশি।

বিডিও-র আশ্বাসেও মেটেনি পানীয় জলের সমস্যা

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বিডিওর আশ্বাসের পরও পানীয় জলের সমস্যা না মেটায় হতাশ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের রূপণদিঘি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ২০০৮ সাল থেকে পরিস্রুত জলের জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে আবেদন জানিয়েছেন এই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মুকুল কণ্ডু মিত্র। জলের সমস্যা না মেটায় দুর্ভোগে পড়েছে স্কুলের প্রায় ১১০ জন পড়ুয়া। এত সংখ্যক পড়ুয়া থাকা সত্ত্বেও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই স্কুলটিতে। স্কুল প্রাঙ্গণে একটি ডিপ টিউবওয়েল রয়েছে। কিন্তু সেই টিউবওয়েলের জলে আয়রনের পরিমাণ খুবই বেশি। পাশাপাশি ওই জলে গন্ধও রয়েছে। মিড-ডে মিল রান্নার জন্যও সেই জল ব্যবহার করা যায় না। ডিপ টিউবওয়েল জলপানের অযোগ্য হওয়ায় বাধ্য হয়ে স্কুলের পড়ুয়ারা বাড়ি থেকে বোতলে জল ভরে নিয়ে আসে। জল শেষ হয়ে গেলে আবার ছুটতে হয় বাড়িতে। সব পরিকাঠামো থাকলেও কেবল জলের অভাবে পড়ুয়াদের জন্য নির্মিত শৌচাগারগুলিরও বেহাল দশা। একপ্রকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্য দিয়েই শৌচাগারগুলি ব্যবহার করছে পড়ুয়ারা। কয়েক মাস আগে জলের সমস্যাটি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ। খবর প্রকাশের পর বিডিও অফিস থেকে এক প্রতিনিধিদল স্কুলে গিয়ে খোঁজখবর নেয়। জলের সমস্যাটি মিটিয়ে দেওয়ারও আশ্বাস দেন ফাঁসিদেওয়ার বিডিও প্রণয়কুমার মজুমদার। কিন্তু বিডিও আশ্বাস দিলেও এখনও পর্যন্ত জলের সমস্যা না মেটায় হতাশ হয়ে পড়েছেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বলেন, ‘অনেক আবেদন করার পরও স্কুলে জলের সমস্যা মেটেনি। বাধ্য হয়ে আমরা জল কিনে খাচ্ছি। কিন্তু পড়ুয়াদের জলের অভাবে খুব সমস্যা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিডিও প্রণয়কুমার মজুমদার বলেন, ‘ওই স্কুলে জলের সমস্যার ব্যাপারটি জানি। কিন্তু ওখানে নলকূপ বসালে চুরি হয়ে যায়। আবার ডিপ টিউবওয়েলের জলও পড়ুয়ারা পান করতে পারে না বলে জানতে পেরেছি। কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় তা খতিয়ে দেখছি।’

শিলিগুড়িতে প্রথম ওমেন ক্যানসার ক্লিনিক

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গে প্রথম ওমেন ক্যানসার ক্লিনিকের উদ্বোধন হল শিলিগুড়িতে। হাওড়ার নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্যোগে এই ক্লিনিকের এদিন উদ্বোধন হয়। শিলিগুড়িতে মাটিগাড়ার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমের সঙ্গে যৌথভাবে এই ক্লিনিক চালাবে ওই হাসপাতাল। প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে দুজন বিশেষজ্ঞ আসবেন এই ক্লিনিকে। বিশেষত, ব্রেস্ট ক্যানসার এবং জরায়ু ক্যানসারের চিকিৎসা যাতে শিলিগুড়িতেই করা যায় সেই কথা চিন্তা করেই সংস্থার পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুম্বইয়ের টাটা ক্যানসার ইনস্টিটিউটের মতোই চিকিৎসা হবে এখানে। খরচও থাকবে সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যেই। মুম্বইতে গিয়ে ক্যানসার চিকিৎসা করাতে যা খরচ হয় শিলিগুড়িতে নারায়ণার ক্লিনিকে সেই খরচে চিকিৎসা হবে। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস্ ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক করে নারায়ণার পক্ষ থেকে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণার ব্রেস্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ নেহা চৌধুরি আগরওয়াল, জরায়ু ক্যানসার বিশেষজ্ঞ কৌস্তভ বসু।

রবিবার শিলিগুড়িতে আসছেন দুই শীর্ষ স্বাস্থ্যকর্তা

শিলিগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গে আসছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ অজয় চক্রবর্তী এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ প্রদীপ মিত্র। শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করার পাশাপাশি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ঘুরে দেখবেন তাঁরা। বৈঠকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দ্রুত ট্রমা কেয়ার ইউনিট এবং সুপার স্পেশালিটি ব্লক চালু করার পাশাপাশি নতুন তৈরি দুটি নতুন মেডিকেল কলেজ, আট জেলার সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নয়ন, দীর্ঘদিন থমকে থাকা প্রকল্প দ্রুত চালু করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নয়নের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে সম্প্রতি শিলিগুড়িতে এসেছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা। তিনি বেশ কয়েকদিন এখানে থেকে দফায় দফায় ট্রমা কেয়ার, সুপার স্পেশালিটি ব্লক সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কর্তৃপক্ষ এবং বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ফের আগামী রবিবার স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা একসঙ্গে উত্তরবঙ্গে আসছেন। সরকারি সূত্রে খবর, মালদা, রায়গঞ্জ ছাড়াও শিলিগুড়ি এবং কোচবিহারে যাবেন এই দুই স্বাস্থ্যকর্তা। রবিবার শিলিগুড়িতে এসে প্রথমে স্টেট গেস্ট হাউসে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং সুপার, হাসপাতাল সুপার সহ অন্যদের নিয়ে বৈঠক করবেন তাঁরা। ওই বৈঠকেই জেলাগুলির স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। বৈঠকের শেষে স্বাস্থ্যকর্তাদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনের কথা রয়েছে। সেখান থেকে তাঁরা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে যাবেন। সেদিনই বা পরদিন সকালে দুই স্বাস্থ্যকর্তাই কোচবিহারে যাবেন। সেখানেও তাঁরা মেডিকেল কলেজের পরিকাঠামো পরিদর্শন করবেন। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নতির উপরে বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশেই কোথায় কী ঘাটতি রয়েছে তা সরেজমিনে দেখার জন্য তাঁদের উত্তরবঙ্গে পাঠানো হচ্ছে।